

# স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৬



প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## সূচিপত্র

### ভূমিকা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পটভূমি  
স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা

### ১. নির্দেশিকার ভিত্তি :

- ক) নির্দেশিকার শিরোনাম
- খ) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ
- গ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
- ঘ) অনুমোদনের তারিখ
- ঙ) কার্যকরিতার তারিখ
- চ) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা

### ২. নির্দেশিকায় ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা

- ক) তথ্য
- খ) তথ্য প্রকাশ ইউনিট
- গ) অন্য পক্ষ
- ঘ) তথ্য কমিশন
- ঙ) কর্মকর্তা
- চ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
- ছ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
- জ) পরিশিষ্ট

### ৩. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

### ৪. তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

### ৫. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি

### ৬. স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ও মানদণ্ডসমূহ

### ৭. তথ্যের ভাষা

### ৮. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের জন্য বাজেট বরাদ্দ

### ৯. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

### ১০. নির্দেশিকার সংশোধন

### ১১. নির্দেশিকার ব্যাখ্যা

### পরিশিষ্ট :

স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা





## ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হয়েছে। আইন পাশের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। এই আইন বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থাপনা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করবে।

নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যকর পন্থা হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই কর্তৃপক্ষ যেন স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করে তথ্য অধিকার আইনে সেই বিধান রাখা হয়েছে। শুধু তথ্য অধিকার আইন ও প্রবিধানমালাই নয় দেশের অন্যান্য আইন এবং সচিবালয় নির্দেশমালাতেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার প্রত্যয়ে নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসীদের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে যা দেশের নাগরিকদের জানার অধিকার রয়েছে। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে আরো সুদৃঢ় করবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ও কার্যালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তিতে নাগরিক অধিকার রক্ষায় একটি পথ-নির্দেশ হিসেবে কাজ করবে।

আমরা আশা করি, ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের পথে এই নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিক ও তথ্য ব্যবহারকারীগণসহ আমাদের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে।



বেগম শামছুন নাহার

ভারপ্রাপ্ত সচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

## প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পটভূমি

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কর্মসংস্থান শুধু দেশের বেকারত্ব হ্রাসই করে না, একই সাথে বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের প্রেরণকৃত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের সাথে সমঝোতা সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বাংলাদেশি কর্মী গমন শুরু হয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৬০টি দেশে প্রায় ৯৫ লক্ষ কর্মী প্রেরণ করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্দেশ্য হলো প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ। রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি, প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রবাসীদের মাধ্যমে অর্জিত রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবসম্মত বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করেছে। এ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ৪টি সংস্থা- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং বিদেশে এ মন্ত্রণালয়ের ২৮টি শ্রম উইং এর মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

### মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আহ্বায়ী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রচলিত শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখাসহ নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয়-সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে সংশোধন;



- বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধান;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন;
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান এবং দেশের অর্থনীতিতে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিআইপি প্রদান;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান;
- বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ;
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

দেশের অর্থনীতির ভীতকে মজবুত করার ক্ষেত্রে এ খাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এ জন্য বর্তমান সরকার দেশের শ্রম শক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে প্রেরণের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করেছে। একই সাথে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্যও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং টাঙ্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা করে অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধসহ অবৈধ অভিবাসনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর আওতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, অভিবাসন ব্যয়হ্রাস, অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিবেদিতভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারণিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রদান এবং এসএমএস-এ তথ্য প্রেরণ করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে একে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা ব্যাংক হতে কর্মী নিয়োগ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে ডাটাবেজে প্রায় ২২ লক্ষ বিদেশ গমনেছু কর্মীকে প্রায় ৪৮টি স্কিল ক্যাটাগরির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও স্মার্ট কার্ডে ৩২ কেবি মেমোরি চিপস এর মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীর সকল তথ্য সংরক্ষিত

রাখা হচ্ছে। অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে ভিসার সঠিকতা যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে কর্মীদের বিদেশ প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং পূর্বের তুলনায় অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

#### স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা

জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুসংহত করতে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যিক। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে; দুর্নীতি হ্রাস পাবে; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সর্বোপরি দেশে সুশাসন সংহত হবে।

তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে জনগণ চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। পাশাপাশি এই আইনের ধারা ৬-এ প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকের কাছে যাতে সহজলভ্য হয়, এরূপ সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবনাসহ তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক পর্যালোচনায় এই আইনের অন্তর্গত উদ্দীপনা (internal spirit) অনুধাবন করা যায়। আইনের এই উদ্দীপনা সর্বাধিক প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। সর্বাধিক প্রকাশের অধিকতর কার্যকর মাধ্যম হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্গত উদ্দীপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া, তথ্য কমিশন কর্তৃক জারিকৃত ‘তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০-এ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ। ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ একই সঙ্গে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য সংরক্ষণেরও কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, যাতে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫-এ নির্দেশিত তথ্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাও পালন করা হয়।

সচিবালয় নির্দেশমালাতেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের কথা বলা আছে। নির্দেশমালার ১৫(৫) নম্বর নির্দেশে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা দিয়ে সরকারি ওয়েবসাইটসমূহকে তথ্য প্রাপ্তির স্বীকৃত উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া, সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩নং নির্দেশে বলা হয়েছে যে, “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও উহার আওতাভুক্ত অফিসসমূহ স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবে।”

২০১৪ সনের অক্টোবর মাসে মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, “নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিনিয়ত সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করিয়া স্ব-স্ব ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখিবে।” একই সিদ্ধান্তে এই কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করার কথাও বলা হয়েছে।

আবার, কোনো কর্তৃপক্ষ নিজ থেকেই যদি জনগণের জানার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণকে জানিয়ে দেয়, তাহলে জনগণের ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা পরিস্ফুটিত হয়। কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করলে সেই কর্তৃপক্ষের প্রতি সাধারণ মানুষের ইতিবাচক ধারণা জন্মে যা, সেবাপ্রদানকারী পক্ষ ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। এই সুসম্পর্ক গণতন্ত্রের পথে আমাদের এগিয়ে নিবে। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ফলে না চাইতেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে গেলে মানুষকে আর তথ্যের জন্য আবেদন করতে হয় না, যা উভয় পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক।

তথ্য অধিকার আইন, তথ্য অধিকার প্রবিধানমালা, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, সচিবালয় নির্দেশমালা এবং অন্যান্য আইনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের অবাধ তথ্যপ্রবাহের নীতির চর্চা নিশ্চিত করতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার আওতাভুক্ত দপ্তর, সংস্থা ও অফিসসমূহের জন্য একটি স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যিক বলে মন্ত্রণালয় মনে করছে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য চিহ্নিতকরণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্ধারণ, তথ্য প্রকাশের মানদণ্ড নির্ধারণ, দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, দায়িত্বপ্রাপ্তদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ-তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহির পদ্ধতি নির্ধারণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় কাঠামোবদ্ধ করা সম্ভব হবে।

উল্লিখিত সকল যুক্তি বিবেচনা করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রকাশিত হলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সরকারের এই উদ্যোগকে আরো এগিয়ে নিতে চায়। সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩ নং নির্দেশ মোতাবেক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার আওতাভুক্ত দপ্তর, সংস্থা ও অফিসসমূহে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে নিয়মাবদ্ধ করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এতদসংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার আলোকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই ‘স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা’ প্রণয়ন করছে।



৬





## ১। নির্দেশিকার ভিত্তি

ক) নির্দেশিকার শিরোনাম : এই নির্দেশিকা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৬ নামে অভিহিত হবে।

খ) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ : সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ঘ) অনুমোদনের তারিখ : ২০ এপ্রিল, ২০১৬

ঙ) কার্যকরের তারিখ : এই নির্দেশিকা আগামী ..... ২০১৬ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

চ) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা : নির্দেশিকাটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, সংস্থা ও অন্যান্য অফিসসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

## ২. সংজ্ঞা

### ক) তথ্য

“তথ্য” অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ইউনিটসমূহের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যেকোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহু বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

খ) “তথ্য প্রকাশ ইউনিট” অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, সংস্থা ও অন্যান্য অফিসসমূহকে বোঝাবে।

গ) “অন্য পক্ষ” অর্থ তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

ঘ) “তথ্য কমিশন” অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১১-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

ঙ) “কর্মকর্তা” অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে।

চ) “স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ” বলতে—

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ইউনিটসমূহের তথ্য এই নির্দেশিকায় নির্দেশিত মানদণ্ড ও পদ্ধতি অনুসারে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ ও প্রচারকে বোঝাবে।









ছ) “জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল” অর্থ-

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।

জ) “পরিশিষ্ট” অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

### ৩. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

- ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তথ্যসমূহ কোন্ কোন্ পন্থায় প্রকাশ ও প্রচারিত হবে তা নির্ধারণ করবে;
- খ) তালিকাটি নির্দেশিকার পরিশিষ্টে এবং অন্যান্য উপযুক্ত পন্থায় প্রকাশ করা হবে;
- গ) তালিকাটি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

### ৪. তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫; তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং সচিবালয় নির্দেশমালার সংশ্লিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করবে।

### ৫. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে-

ক) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে-

অ) মন্ত্রণালয় একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ষোড়শ পারসন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে অন্ত্যন ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে।

আ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে।

খ) তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যপরিধি

অ) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য নির্ধারণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্দিষ্টকরণ এবং তা প্রকাশ ও প্রচার;

আ) তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকায় উল্লিখিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মান ও মানদণ্ড নিশ্চিতকরণ;

ই) প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

ঈ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণ; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

উ) এই নির্দেশিকার আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ষাণ্মাসিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

ঊ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

ঋ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

- এ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মতামত, ফিডব্যাক বা পরামর্শ গ্রহণ এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ঐ) মাসিক সমন্বয় সভায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন;
- ও) প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটির কাজের পরিবীক্ষণ; এবং
- ঔ) প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ।

#### ৬. স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ও মানদণ্ডসমূহ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নিম্নোক্ত প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচারমাধ্যম এবং অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করবে:

- (ক) প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচারমাধ্যম হিসেবে নোটিশ বোর্ড, মুদ্রিত লিপি, প্রকাশনা, গণমাধ্যম, সভা, গণশুনানি, ভিডিও প্রদর্শন, অডিও প্রচার, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, বিল বোর্ড, দেয়াল লিখন, দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন, মাইকিং, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রচলিত ও অনুমোদিত মাধ্যম এবং
- খ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে ওয়েবসাইট, অ্যাপস, নেটওয়ার্ক এবং প্রচলিত ও অনুমোদিত অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম।
- গ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ইউনিটসমূহ নিম্নলিখিত মানদণ্ড নিশ্চিত করবে-

##### অ) প্রাপ্যতা-

- ১) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং তালিকাভুক্ত তথ্যসমূহকে তথ্যের ধরন, ব্যবহারকারী, অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ইত্যাদি বিবেচনায় বিভাজন করে সেইমতো প্রকাশ করা হবে, যাতে সঠিক তথ্য সঠিক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য হয়;
- ২) তথ্য সঠিক সময়ে সহজলভ্য করা হবে এবং উপযোগিতা থাকা পর্যন্ত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;
- ৩) তথ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;
- ৪) কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার ও জনগণের অগ্রাধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে; এবং
- ৫) তথ্য উৎপন্ন হওয়া বা পরিমার্জনের পর যুক্তিসংগত সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে, আবশ্যিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বা তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করা হবে;
- ৬) ওয়েবসাইটে 'আর্কাইভ' নামে একটি মেন্যু সৃষ্টি করে স্থায়ী তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সেখানে রাখতে হবে।

##### আ) প্রবেশগম্যতা-

- ১) তথ্যে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস, অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপস, সফটওয়্যার ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং যেকোনো ডিভাইস, অপারেটিং সিস্টেম, অ্যাপস, সফটওয়্যার ইত্যাদি ব্যবহার করে তথ্যে প্রবেশ করা যাবে;
- ২) তথ্যের প্রকাশ W3C অনুসারে হবে;
- ৩) নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশ নিশ্চিত করা হবে।

##### ই) ব্যবহারযোগ্যতা-

- ১) ব্যবহারযোগ্যভাবে তথ্য প্রকাশ করা হবে, যাতে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও তা সহজে পেতে পারেন;
- ২) প্রকাশিত তথ্য প্রাসঙ্গিক হবে;
- ৩) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ সাধারণ ও সহজবোধ্য পন্থায় হবে;
- ৪) বাংলায় তথ্য প্রকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- ৫) তথ্য খোঁজা, ডাউনলোড করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর স্বাধীনতা থাকবে;

৬) ওয়েবসাইটে ক্রমান্বয়ে ব্যবহারকারীর মতামত, ফিডব্যাক ও পরামর্শ প্রদানের এবং প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৭. তথ্যের ভাষা : তথ্যের মূল ভাষা হবে বাংলা। তথ্য যদি অন্য কোন ভাষায় উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে সেটি সেই ভাষায় সংরক্ষিত ও প্রচারিত হবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তথ্য অনুবাদ করা হতে পারে।

#### ৮. স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের জন্য বাজেট বরাদ্দ

ক) মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ করবে।

খ) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইউনিটসমূহ প্রতিবছর স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রেরণ করবে।

#### ৯. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১) এই নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অফিস আদেশসহ নির্দেশিকার কপি আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিটে প্রেরণ করবে।

২) মন্ত্রণালয়ে গঠিত স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি নির্দেশিকা অনুসারে সঠিক মান বজায় রেখে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে অন্যান্য পর্যায়ের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিসমূহকে দিকনির্দেশনা দিবে।

৩) উপর্যুক্ত কার্যালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি তার আওতাধীন দপ্তরসমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পরিবীক্ষণ করবে।

৪) মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি আওতাধীন সকল ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম মনিটরিং করবে, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক দুর্বলতা ও ঘাটতি চিহ্নিত করবে এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করবে।

৫) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বা অন্য কোনো অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেবে।

১০. নির্দেশিকা সংশোধন : এই নির্দেশিকা সংশোধনের প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয় ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নির্দেশিকার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সংশোধনের প্রস্তাব করবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে নির্দেশিকার সংশোধন কার্যকর হবে।

১১. নির্দেশিকার ব্যাখ্যা : এই নির্দেশিকার কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে নির্দেশিকা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

পরিশিষ্ট :

স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ পার্শ্বে উল্লিখিত পন্থায় প্রকাশ ও প্রচার করবে :

ক্রম	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম/পদ্ধতি
১.	সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহ	নোটিশ বোর্ড, তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
২.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩.	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, জবাবদিহি এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যম	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৪.	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ডিরেক্টরি	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৫.	কার্য সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত ও ব্যবহৃত আইন, বিধিবিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, ডকুমেন্ট এবং রেকর্ড।	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইট।
৬.	পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের পরামর্শ/প্রতিনিধিত্ব, যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত, এর বিবরণ।	মন্ত্রণালয়ে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৭.	কোনো বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটি বা অন্য কোনো বডি, যা মন্ত্রণালয়ের অংশ হিসেবে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সকল বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটি এবং অন্য সকল সংস্থার সভা ও সভার সিদ্ধান্ত	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট, প্রেস বিজ্ঞপ্তি।
৮.	মন্ত্রণালয়ের বাজেট এবং আওতাধীন, দপ্তরসমূহের বাজেট/সকল পরিকল্পনার ধরন চিহ্নিতকরণ, প্রস্তাবিত খরচ, বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের ওপর তৈরি প্রতিবেদন।	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট।
৯.	সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি কর্মসূচির সুবিধাভোগী ও বরাদ্দকৃত অর্থ বা সম্পদের পরিমাণের বিবরণ।	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১০.	মন্ত্রণালয় কর্তৃক মঞ্জুরকৃত/গ্যারান্টেড, অনুদান, পারমিট/লাইসেন্স, বরাদ্দ অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রহীতাদের বিবরণ (প্রয়োজনীয় শর্তাদির বিবরণসহ)	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১১.	মন্ত্রণালয় হতে সহজলভ্য এবং এর নিকট রক্ষিত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত ELECTRONIC FORM/ধরন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ওয়েবসাইট।
১২.	নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য বিরাজমান সুযোগ-সুবিধাসংক্রান্ত বিবরণ।	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট/গণমাধ্যম ইত্যাদি।
১৩.	নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ইমেইল ঠিকানাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের বিবরণ	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
১৪.	তথ্য কমিশন ও কমিশনারদের নাম, পদবি ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সকল তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট।

১৫.	তথ্যের জন্য নাগরিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদন পত্রের অনুলিপি, যার মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে : (ক) যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপত্রটি গৃহীত হয়েছে তার নাম (খ) কী তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে (গ) অনুরোধের তারিখ	গৃহীত আবেদন পত্রের একটি কপি প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটে, ইন্টারনেটে এবং পরিদর্শনের জন্য অফিসে রক্ষিত থাকবে।
১৬.	মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত- (ক) সকল উন্নয়ন/পূর্তকাজ/ প্রকল্পসংক্রান্ত চুক্তি (খ) প্রত্যেক চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদি।	যে এলাকায় পূর্ত কাজ সম্পাদিত হবে সে এলাকার এমন সব স্থানে, যা সেই এলাকার জনগণের কাছে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এই ধরনের অন্য স্থান।
১৭.	মন্ত্রী ও সচিবের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল	ওয়েবসাইট
১৮.	মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত আইন, বিধি-বিধান, পরিকল্পনা ও নীতিমালাসমূহের খসড়া	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি ও ওয়েবসাইট।
১৯.	মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি, প্রতিবেদন ইত্যাদি	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি ও ওয়েবসাইট।
২০.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ	ওয়েবসাইট।
২১.	প্রকাশনা; প্রতিবেদন ও বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট ইত্যাদি।
২২.	তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা	ওয়েবসাইট, প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি।
২৩.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের অর্জন, সাফল্য, ইনোভেশন	ওয়েবসাইট/বার্ষিক প্রতিবেদন/মুদ্রিত অনুলিপি
২৪.	মন্ত্রণালয়, অনুবিভাগসমূহ, দপ্তর/সংস্থা ও অফিসসমূহের সকল পরিকল্পনা	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
২৫.	শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরিসংখ্যান	ওয়েবসাইট।
২৬.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি	ওয়েবসাইট।
২৭.	নাগরিকদের জন্য প্রদেয় সকল সেবার বিবরণ এবং সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতিসমূহ- পূর্ণাঙ্গ সিটিজেন চার্টার।	ওয়েবসাইট ও বুকলেট প্রকাশ।
২৮.	নাগরিক সভা/গণশুনানি সংক্রান্ত তথ্যাদি-	ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি ও বার্ষিক প্রতিবেদন।
২৯.	চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্য	ওয়েবসাইট।
৩০.	প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের তথ্য	ওয়েবসাইট।
৩১.	ক্রয় পরিকল্পনা, দরপত্র, কোটেশন	নোটিশ বোর্ড/ ওয়েবসাইট।
৩২.	মাসিক সমন্বয় সভা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সভার সিদ্ধান্ত	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩৩.	মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংক্রান্ত গবেষণা/জরিপ-প্রস্তাব, গবেষণা/জরিপ প্রতিবেদন	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩৪.	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি এবং সময় সময়ে গঠিত অন্যান্য কমিটির তথ্যাদি	ওয়েবসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ বোর্ড।
৩৫.	তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন, আপিল ও অভিযোগের ফরম এবং অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির ফরম সমূহ	তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, অফিসে হার্ড ও সফট কপি।
৩৬.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও নিষ্পত্তিসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য	ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি ও বার্ষিক প্রতিবেদন।







৩৭.	প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট, অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকবে।
৩৮.	স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট, অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকবে।
৩৯.	অভিযোগ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য (জিআরএস ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগসহ)	ওয়েবসাইট
৪০.	অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ও ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি।
৪১.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি/পদোন্নতি/বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত আদেশ	ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি।
৪২.	সরকারি কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোক চিত্র, অঙ্কিত চিত্র, ভিডিও, অডিও	ওয়েবসাইট।
৪৩.	সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস ও গুরুত্বপূর্ণ সেবা সংক্রান্ত ওয়েবলিংক	ওয়েবসাইটে
৪৪.	আওতাধীন দপ্তর-সংস্থানসমূহের নাম, ঠিকানা ও ওয়েবলিংক	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ও ওয়েবসাইট
৪৫.	ওয়েবসাইট মনিটরিং রিপোর্ট	ওয়েবসাইট ও মুদ্রিত অনুলিপি
৪৬.	ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য হালনাগাদ করার তারিখ	ওয়েবসাইটে।
৪৭.	বিদেশ গমনোচ্ছু কর্মীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া	বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
৪৮.	অনুমোদিত রিক্রুইটিং এজেন্সিসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নাম্বারসহ রিক্রুইটিং) এবং সেবার খরচের (সার্ভিস চার্জ) তালিকা	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
৪৯.	যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী মিশনসমূহের তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামসহ শ্রম উইংসমূহে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য	বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিট ও মিশনসমূহের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
৫০.	অভিবাসী কর্মীদের জন্য কান্ট্রি ম্যানুয়াল, যা থেকে তারা সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন সাধারণ এবং বিশেষ তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে জানতে পারবেন	বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট।
৫১.	বিভিন্ন দেশের সাথে অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহ	ওয়েবসাইট।
৫২.	বিদেশে মানবাধিকার, শ্রমঅধিকার, শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষা ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন বাংলাদেশী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনসমূহের যোগাযোগের ঠিকানা, ফোকাল পারসনের নামসহ তালিকা	বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিট, মিশনসমূহের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
৫৩.	অভিবাসন সংক্রান্ত কিছু সাধারণ প্রশ্ন এবং উত্তর (FAQ)	ওয়েবসাইট।





